শিক্ষারত্ন পাচ্ছেন আরামবাগ হাইস্কুলের কৃতি শিক্ষক রোহিন্দ্রনাথ টুডু

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে রাজ্য সরকারের 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কারের ভূষিত হতে চলেছেন আরামবাগ হাইস্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক রোহিন্দ্রনাথ টুডু। সম্মান প্রাপকদের নামাঙ্কিত চিঠি ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে গেছে ওনার কাছে। প্রতি বছর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবার হুগলি জেলার কৃতি শিক্ষক রোহিন্দ্রনাথ টুডু সেই পুরস্কার পাচ্ছেন।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সম্মান প্রদান করবেন। সরকারের চিঠি হাতে পেয়ে খুশি ওই শিক্ষক থেকে শুরু করে আরামবাগ হাইস্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা। আরামবাগ হাইস্কুলের টুডুবাবু নামে পরিচিত এই বিশিষ্ট শিক্ষক ১৯৯৩ সালে শিক্ষক হিসাবে তাঁর পথচলা শুরু হয়।২০১৬ সালে তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব নেন। আজও সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন যাতে প্রাণবন্ত ও জীবনমুখী হয়, তার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন। যে কারণে মফঃস্বল শহরের বিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বছরই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকে। স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাছাড়াও স্কুল অন্ত-প্রাণ এই মানুষটি নানাবিধ সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সেই সঙ্গে লেখালেখি ও সাংস্কৃতিক জগতেও তিনি নিরন্তর ও অবাধ বিচরণ করেন। স্কুলে পাঠদানের পর অবসর সময়ে সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এই বিষয়ে শিক্ষারত্ন মনোনীত শিক্ষক রোহিন্দ্রনাথ টুডু বলেন, শিক্ষারত্ন হিসাবে মনোনীত হয়ে ভালো লাগছে। প্রাণপ্রিয় ছাত্রদের পড়াতে ও স্কুলের অন্যান্য কাজ করতেই বেশি ভালো লাগে। অবসর সময়ে সামাজিক কাজে অংশ নিই। অপরদিকে, আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, খবরটা পাওয়ার পরেই আনন্দে বুক ভরে যায়। আরামবাগ হাইস্কুলের সকল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্ররা টুডুবাবুকে ভীষণ ভালোবাসেন। উনি নিষ্ঠার সঙ্গে স্কুলের কাজ করেন। তাছাড়া আরামবাগ হাইস্কুল একটা পরিবার। এই পরিবারের এক সদস্য শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন তা আনন্দের বিষয়। সবমিলিয়ে আরামবাগ হাইস্কুলের টুডুবাবু শিক্ষারত্ন মনোনীত হওয়ায় খুশি হাওয়া আরামবাগ জুড়ে।

ইছামতির গর্ভে যেতে বসেছে বিনোদন সৈকত, হেলদোল নেই প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: দুই বাংলার স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্য নজরুল সৈকত ইছামতির গর্ভে যেতে বসেছে। ভাঙন ধরেছে কনস্ট্রাকশনে। যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে বাম জামানায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বানানো এই পার্কটি। অথচ হেলদোল নেই প্রশাসনের।

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার টাকি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাসনাবাদে ইছামতি নদীর পাড়ে নজরুল বিনোদন সৈকত তৎকালীন বাম জামানার তৃণমূল পরিচালিত টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল। ইছামতি নদীর পাড়ে ৫০০ মিটার জায়গা নিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে শিশুদের বিনোদন ও বয়স্কদের বিশ্রামের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। একদিকে ইছামতি নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের একটি বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা অন্যদিকে মাঝি মোল্লাদের দূর দুরন্ত থেকে এসে ওখানে বসে একটু নিরাপদ সময় কাটানোর পাশাপাশি দুই বাংলার দুর্গাপুজোর সময় বহু দর্শনার্থীরা এসে এখানে বসে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতেন। নদীর বাঁধে ভাঙন ধীরে ধীরে গিলে খাচ্ছে নজরুল পার্কের পুরো অংশটাই। একদিকে রয়েছে শিবলিঙ্গ অন্যদিকে রয়েছে নজরুলের আবক্ষ মূর্তি। যেটা নদী গর্ভে যাওয়ার সময়ের অপেক্ষা। বটগাছের নিচে শিবলিঙ্গ সেটাও ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে নদীগর্ভে। সবমিলিয়ে উদাসীন প্রশাসন, পুরসভা ও সেচ দপ্তরকে বারবার জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। হচ্ছে হবে করেই ধীরে ধীরে এই বিনোদন সৈকত চলে যাচ্ছে নদী মধ্যে। নদী পাড়ের বাসিন্দারা, ব্যবসায়ী, থেকে মাঝি মোল্লারা বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে কোনও সময় পার্কটি ভেঙে নদী গর্ভে চলে যাবে। টাকি পুরসভা চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন আমরা সেচদপ্তরকে জানিয়েছি, খুব শীঘ্রই সংস্কারের কথা চিন্তা ভাবনা করছি। এই সৈকত দুই বাংলার স্মৃতি বিজড়িত নজরুল পার্ক হিসেবে পরিচিত। তাই টাকি হাসনাবাদ মানুষের কাছে দুই বাংলার মেলবন্ধনের সৌন্দর্যে নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। আজ ভগ্নদশা বেহাল তাই তারা চাইছেন দ্রুত সংস্কার হোক ইস্পে বাংলার এই সৈকত। টাকি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর উমা মণ্ডল বলেন, বারবার টাকি পুরসভাকে বলা সত্ত্বেও তার সংস্কার হয়নি।

সেরা স্কুল মূল্যায়নের নিরিখে স্থান পেল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বহু বিতর্ক উঠেছিল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের বিরুদ্ধে। প্রতিবারে বিতর্কের খবরের শিরোনামে ছিল ওই স্কুল। এবার বিতর্ককে পিছনে ফেলে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যের মধ্যে বর্ধমান জেলায় সেরা স্কুল মূল্যায়নের নিরিখে স্থান পেল পূর্ব বর্ধমান জেলার একমাত্র স্কুল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল। জেলার কয়েকশো স্কুলের মধ্যে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলকে অন্যতম সেরা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০২২-২৩ সালের রাজ্যের সেরা স্কুলের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ১৩টি স্কুল। ১৩টি মধ্যে ১১টি শিক্ষাক্ষেত্রে এবং দুটি খেলাধুলার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এর আগে ২০১৮ সালেও এই সম্মান অর্জন করেছিল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুল। রাজ্যের সেরা তালিকায় দ্বিতীয়বার স্থান পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত স্কুলের ছাত্র, অভিভাবক থেকে প্রধান শিক্ষক সহ শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবেন। উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রাচীন স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম এই স্কুল। গত শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় রাজ্যের সেরা দশের মধ্যে ছয়জন ছাত্রই ছিল এই স্কুলের। এছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকাতেও সেরা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নাম ছিল এই স্কুলের ছাত্রদের। উল্লেখ্য, এর আগেও প্রায় প্রতি বছরই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে এই স্কুলের বহু ছাত্র রাজ্য মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

চালু হল আইসিডিএস সেন্টারে রান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তিন মাস ধরে মেলেনি সবজি, জ্বালানি ও ডিমের বিল। বার বার ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দরবার করেও মেলেনি বকেয়া টাকা। বকেয়া টাকা না পাওয়ায় উল্টে ওন্দা ব্লকের ৩৬০ টি আইসিডিএস কেন্দ্রে শিশুদের খাবার বন্ধ করে দেয় আইসিডিএস কর্মীরা। আইসিডিএস কর্মীরা দাবি করেন তিন মাস ধরে বাকি রয়েছে সবজি, জ্বালানি ও ডিমের টাকা। সেই টাকা না পাওয়াতে সেন্টারে রান্না বন্ধ করে দেন আইসিডিএস কর্মীরা। এর ফলে খাবার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েন শিশুরা। সেই খবর প্রকাশ পেতেই চাপে পড়ে আইসিডিএস কেন্দ্র শনিবার থেকে ফের রান্না চালু হল ওন্দার আইসিডিএস সেন্টারগুলিতে। আইসিডিএস কর্মীদের দাবি, ওন্দা সিডিপিও আধিকারিকের আশ্বাসে ফের রান্না চালু হয়েছে। আইসিডিএস কর্মীদের দাবি, বকেয়া বিল শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফ থেকে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সেন্ট্রল বৈঁক আঁফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস, মামরা বাজার, দুর্গাপুর দ্বারা একটি গাড়ি বিক্রি করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এর ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। বিস্তারিত জানতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের নং : ৭৪৭৯০ ০১০২৮/৮০৩১০ ২১৫৫৫।

সংশোধনী

গত ০১.০৯.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত এন পি আর ফাইনান্স লিমিটেডের "৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তিতে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অন্তিম লাইনে কোম্পানির ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার লিঙ্কটি http-//nprfinance.com/wp-content/uploads/2023/08/ANNUAL-REPORT-2022-2023-1.pdf এর পরিবর্তে "http://nprfinance.com/wp-content/uploads/2023/08/ANNUAL-REPORT-2022-2023-1.pdf" পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L01222WB1983PLC059695
রেজিস্টার্ড অফিস : আর্কিওপি বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩৪, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন নং : (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯, ইমেল : info@taiind.com
ওয়েবসাইট : www.taiind.com

সদস্যগণের প্রতি সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বেলা ৩.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') (পরবর্তীতে 'বৈদ্যুতিন মাধ্যমে' হিসেবে উল্লিখিত) মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের প্রয়োজনীয় ... অনুষ্ঠিত হবে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নীতি মোতাবেক ব্যক্তির বিভিন্ন স্থানে গমনের কারণে সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২১, ০২/২০২২, ১০/২০২২, এবং ১১/২০২২ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ০৮ ডিসেম্বর ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১, ০৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত ('এমসিএ') (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসেবে উল্লিখিত) এবং সার্কুলার নং সেবি/হো/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ এবং সেবি/হো/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/ ২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে ২০২২ এবং সেবি/হো/সিএফডি/পিওডি-২/পি/ সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সম্মিলিতভাবে 'সেবি সার্কুলারস' হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অধীনে ('দ্য আইন'), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫, সংশোধিত ('লিস্টিং রেগুলেশনস'), এমসিএ সার্কুলার্স, এবং সেবি সার্কুলার্স, অনুষ্ঠানে অনুমোদিত, কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অনুষ্ঠানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভেন্যুতে সদস্যগণের উপস্থিতির আবশ্যকতা নেই। এজিএম এর প্রক্রিয়া কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সংশ্লিষ্ট স্থান হিসেবে চিহ্নিত এজিএমের জন্য। লিঙ্ক ইন টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ('এলআইআইপিএল') দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগদান এবং এজিএমতে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হবে। ভিসি মাধ্যমে এজিএমতে যোগদান বিষয়ে প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নিয়মতে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.taiind.com পাওয়া যাবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সকল সদস্যকে পাঠানো হচ্ছে যেসকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিজের নিকট উক্ত এমসিএ সার্কুলারস এবং সেবি সার্কুলারস তারিখ ১২ মে ২০২০ অনুযায়ী আবশ্যিক অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত তাদেরই পাঠানো হচ্ছে। সদস্যগণ অবগত হোন বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.taiind.com লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com থেকে পাওয়া যাবে।

সদস্যগণ কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমেই বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলি দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সভায় যোগদানকারী সদস্যগণের সংখ্যা কোরামের কারণে গণনা করা হবে সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারার সংস্থান অনুযায়ী।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারার সংস্থান এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ অধীনে কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে ('রিমোট ই-ভোটিং') সকল সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ সম্পাদনের জন্য ভোটদানের মাধ্যমে। অতিরিক্তভাবে কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সময়ে ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে (ই-ভোটিং)। রিমোট ই-ভোটিং/ ই-ভোটিং এর বিস্তারিত প্রক্রিয়া বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বায়ক নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫টায় এ শেষ হবে।

খ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

এ. দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি. দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। উপরোক্ত তারিখ এবং ভোটদানের সময়ের পরে ভোট দেওয়ার জন্য এবং সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

বি. যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু সভায় আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে না।

গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ভোটদানের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ করা হবে যাদের নাম কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন enotices@linkintime.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে। যাইহোক, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই এলআইআইপিএল:https://instavote.linkintime.co.in ই-ভোটিং সিস্টেমে নিবন্ধিত হন এবং/ অথবা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য কোনও কোম্পানির আগে ভোট দিয়েছেন, তাহলে তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন ভোট দেওয়ার জন্য।

ইমেইল আইডি নিবন্ধন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ :

শেয়ারহোল্ডারের ইমেল আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট "আরটিএ"/ডিপোজিটরিতে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত থাকলে, নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় ই-ভোটিং-এর জন্য লগ ইনের বিবরণ পাঠানো হচ্ছে।

শেয়ারহোল্ডার যদি কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকে, তাহলে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে :

(ক) অনুগ্রহ করে আমাদের আরটিএ, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লি., www.linkintime.co.in-এর ওয়েবসাইটে লগ ইন করুন ইনভেস্টর সার্ভিসেস > ইমেল/ব্যাঙ্কের বিস্তারিত রেজিস্ট্রেশনের অধীনে - বিশদ পূরণ করুন, প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করুন এবং জমা দিন।

(খ) ডিম্যাট মোডে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে :
শেয়ারহোল্ডার অনুগ্রহ করে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর ("ডিপি") সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং ডিপির অনুসরণ ও পরামর্শ অনুযায়ী ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ইমেল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে নোটিশ দেওয়া হল, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর নিয়ম ১০ এর সাথে পড়া এবং সেবি-র রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা, ২০১৫ বিধি) অনুযায়ী ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বন্ধ থাকবে। উল্লিখিত বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.taiind.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত ব্যবসা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে।

৫) ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্ন বা অভিযোগের জন্য সদস্যরা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং সহায়তার অধীনে https://instavote.linkintime.co.in-এ উপলব্ধ ইন্সটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, অথবা enotices@linkintime.co.in-এ একটি ইমেল লিখুন বা ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করুন।

শেয়ারহোল্ডার/সদস্যদের লগইন/ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে, তারা instameet@linkintime.co.in-এ ইমেল পাঠাতে পারেন বা টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন ০২২-৪৯১৮৬১৭৫ নম্বরে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
প্রিয়াঙ্কা মুখার্জি
(এসিএস - ২৯৬২০)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

এবার বসিরহাটে টোটো নিয়ন্ত্রণে কিউআর কোড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মধ্যমগ্রামের পর এবার বসিরহাট। শহরের যানজট ও রাস্তায় যত্রতত্র টোটোর দাপট ঠেকাতে লাগানো হচ্ছে কিউআর কোড। এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বসিরহাট পুরসভার উদ্যোগে। ভারত বাংলাদেশ ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে। নিত্যদিনে যানজটে জর্জরিত বসিরহাট শহর। প্রথম দিকে টোটো মন কেড়েছিল শহরবাসীর। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে সেই টোটোই শহরের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বসিরহাট শহর জুড়ে এই মুহূর্তে ২৫০০-৩০০০ টোটো চলছে। অলিতে গলিতে টোটো স্ট্যান্ড গজিয়ে উঠছে। একইসঙ্গে অটোচালকদের সঙ্গে টোটোচালকদের মন কষাকষি যেন নিত্য ঘটনা। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য টোটোগুলিকে বৈধতা দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল বসিরহাট পুরসভা। টোটোগুলিতে কিউআর কোড হলই পরিচয়পত্র। আগামী মাসের মধ্যেই এই অভিনব উদ্যোগ চালু হতে চলেছে। এ বিষয়ে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি-এর সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মিত্র বলেন, বেকার যুবকদের শুধুমাত্র টোটো চালানোর সুযোগ দেওয়া হবে, মালিকানাধীন ভাবে একই ব্যক্তির একাধিক রেজিস্ট্রেশনের টোটো চালানো বন্ধ করা হবে। আগামী মাস থেকেই বসিরহাটের টোটোগুলিতে কিউআর কোড বসানো হবে। জানা গিয়েছে, এই কোড স্ক্যান করা হলে টোটো মালিকের যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। সরকারি রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকবে এক্ষেত্রে। এই উদ্যোগ পুরোপুরি সম্পন্ন হলে যে সমস্ত টোটোগুলিতে কিউআর কোড থাকবে না সেগুলিতে আর বসিরহাটে চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

ফলে একদিকে যেমন টোটোর একচেটিয়া দাপট ঠেকানো সম্ভব হবে, তেমনই বেআইনিভাবে যে টোটোগুলি চলছিল তা ঠেকানো সম্ভব হবে। পুরো পদ্ধতিটিই ডিজিটাল হতে চলেছে। সব মিলিয়ে বসিরহাট শহর পুজোর আগেই যানজটহীন হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অব্যবস্থার কারণে প্রধান শিক্ষককে ধমক পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নদী পেরিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যাতায়াত করতে হয় স্কুলে। সময়মতো ডিঙি মেলে না এই অজুহাতে প্রায় দিনই স্কুলে আসেন না শিক্ষক শিক্ষিকারা। বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের মানাচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমনই নানা অব্যবস্থার ছবি উঠে এসেছিল আমাদের ক্যামেরায়। সেই খবর সম্প্রচার হতেই নড়েচড়ে বসল মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতি। সরেজমিনে স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে এই সমস্ত অব্যস্থার জন্য ব্যাপক ধমক চমক দিলেন মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মলয় মুখোপাধ্যায়।

বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের মানাচরের অবস্থান একেবারে দামোদর নদের গর্ভে। দু'দিক দিয়ে বয়ে চলা দামোদর নদ পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয় এলাকার মানুষকে। যাতায়াত ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই চরের মানুষের জীবন ও জীবিকা। এই চরে থাকা একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাও তথৈবচ। সময়মতো ডিঙি না মেলার অজুহাতে মাঝেমধ্যেই স্কুলে আসেন না প্রধান শিক্ষক। অপর একজন শিক্ষিকা প্রায়শই স্কুলে এলেও তাঁরও আসা যাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। অনাদরে স্কুল চত্বর ভরেছে ঝোপঝাড়ে। পড়ুয়ার সংখ্যা নামতে নামতে এখন ঠেকেছে ১১ জনে। সংবাদমাধ্যমে ছবি প্রকাশ আসতেই তারপরই নড়েচড়ে বসে মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতি ও স্থানীয় স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এরপরই স্কুল শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে ওই স্কুলের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যান মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মলয় মুখোপাধ্যায়। ডিঙি না মেলার অজুহাতে দিনের পর দিন স্কুলে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। স্কুলের এই অব্যবস্থার জন্য পুরোপুরি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সদিচ্ছার অভাবকে দায়ী করেন তিনি। এর পাশাপাশি স্কুলে সময়মতো শিক্ষক শিক্ষিকারা যাতে পৌঁছতে পারেন তার জন্য একটি ডিঙির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় পঞ্চায়েত সমিতিতে। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে দাবি কিছু সমস্যা ইতিমধ্যেই মেটানো হয়েছে। বাকি সমস্যাগুলিও আগামীদিনে মেটানোর চেষ্টা করা হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - ডিডি সেক্টর-৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-১৭১৮

পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনলব্ধ সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনলব্ধ সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনলব্ধ সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অশিস কুমার সিংহ স্বত্বাধিকারী : অশিস কুমার সিংহ (স্বত্বাধিকারী, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) শাখা : চৌরঙ্গি রোড	ক. ০৩.০৩.২০২৩ খ. ২৯.০৮.২০২৩	৫১,৫২,১৫৪.০০ টাকা (একান্ন লক্ষ বাহান্ন হাজার একশো চুয়ান্ন টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং বি-৩, তৃতীয় তলে, উত্তর পশ্চিম দিকে, পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৬৫০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পুর প্রেমিসেস নং ৮৭/৪২এ, বোসপুকুর রোড, ওয়ার্ড নং ৫১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, হোল্ডিং নং ১৪০, প্লট নং - ১/এম, দাগ নং ১৩৫৭, ১৩৭২ খতিয়ান নং ৬৬৮, ৬৬৯, থানা-কসবা, কলকাতা- ৭০০০৪২, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া দেবেন্দ্র রোড, দক্ষিণে : প্লট নং ১/এ, এবং ১/সি (অন্য সংস্থাদের সম্পত্তি), পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া রোড, পশ্চিমে : প্লট নং ১/১ (শ্যামল বোসের সম্পত্তি) সমন্বিত।
২.	ঋণগ্রহীতা : মেসার্স প্রিন্স স্যানেকস এন্ড কনফেকশনারস (স্বত্বাধিকারী ফার্ম) ঠিকানা ১ম তল, ৩১১/৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫ এবং শ্রী প্রদীপ কুমার মাহিতি (মেসার্স প্রিন্স স্যানেকস এন্ড কনফেকশনারস ১/১০৮/২ আজাদগড়, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪০, (এ/সি - ৬৪৪৮৮২৪৪৪৪ এবং ৬৮৮৭৭২৮৪৫৫) শাখা : ভবানীপুর	ক. ০৫.০৫.২০২৩ খ. ২৯.০৮.২০২৩	৮,৭৩,৮৭১.০০ টাকা (আট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার আটশো একাত্তর টাকা) ০৫.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্রেমিসেস নং ৩১১/৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫, এরিয়া পরিমাপ ৮৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দক্ষিণ দিকে একতলায় ত্রিনয়নী ভবনে, ওয়ার্ড নং ৯৪, কেএমসি, থানা- যাদবপুর (সাবেক টালিগঞ্জ), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : দলিল অনুযায়ী : উত্তরে : প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, দক্ষিণে : একটি কক্ষ গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত, পূর্বে : লেন, পশ্চিমে : কার পার্কিং স্পেস, চৌহদ্দি (বর্তমানে) : উত্তরে : প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, দক্ষিণে : ৩১১/১০/২, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : পি- ২০, ১১৪, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড সমন্বিত।

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বঁক ऑफ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্কের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা ২৫.০৯.২০২৩ এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে ২৬.০৯.২০২৩ তারিখে সকাল ১০:০০টা থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।

নিলামে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে ৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা অর্থের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪২৬০৭৭৬১০০০০৩৪৫ এবং বাঁকুড়া শাখা	মিলনময় কুন্ডু	সেকেন্ড কিয়ার রোড, বাঁকুড়া-৭২২১০১	৮৪.৯৬ গ্রাম
৪২৬০৭৭৬১০০০০৪৬৮ এবং বাঁকুড়া শাখা	শঙ্খনীলা দাস	পিতা নিশির কুমার দাস বঙ্কিমপাড়া, ভগবানসিংহ লেন তত্ত্ব মেদিনীপুর-৭২১১০১	৪৮.৫০ গ্রাম
৪২৬০৭৭৬১০০০০৪৪৪ এবং বাঁকুড়া শাখা	সুধন গোরাই	পিতা নন্দলাল গোরাই ভাটিপাড়া, সংবাধা বাঁকুড়া-৭২২১০১	২৯.৩৫ গ্রাম
৫৯০৩৭৭৬১০০০১১৪৬ এবং পুষড়া শাখা	রেখা বিশ্বাস	স্বামী- প্রদুল বিশ্বাস, পোস্টঃ- পীড়রা, রূপপুর, থানা-জামালপুর জেলা-বর্ধমান-৭১৩৪০১	১৮.৪০ গ্রাম
৪২৭০৭৭৬১০০০০০১২ এবং পুরুলিয়া শাখা	লক্ষ্মী পাঠক	এইচএনও ১০১সি রাধিকা নগর খয়েরডাঙ্গা, টেলকো পূর্ব সিংভূম-৮৩১০০৪	২৪.৯৮ গ্রাম
৫৯০৬৭৭৬১০০০১০৯০ এবং বড়পলাশন শাখা	আজিজুর রহমান সেখ	পিতা- হাবিবুর গিদির পাড়, পোস্টঃ বড়পলাশন জেলা- বর্ধমান-৭১৩৪২৬	৫.৫০ গ্রাম

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া